[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সহ আটক ২

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মহিলা ইয়াবা ব্যাবসায়ীসহ দু’জনকে আটক করেছে। মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় কালীগঞ্জ কলাহাটা মোড়ের জামাল উদ্দীনের বাড়ি থেকে লাইজু খাতুন
(২৪) ও সাইফুল ইসলাম (১৯) নামে দুইজন কে

আটক করা হয়। আটককৃত লাইজু খাতুন কালীগঞ্জ আড়পাড়া মাঠ পাড়া গ্রামের আঃ মাজেদের স্ত্রী ও সাইফুল ইসলাম ভোলা জেলার শশিভূষণ থানার জাহানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।মাদক ব্যাবসায়ী দুইজন দীর্ঘদিন জামালের বাড়ি ভাড়া নিয়ে মাদক ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছিলো বলে এলাকা বাসি জানান। কালীগঞ্জ থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির বেডরুম থেকে ৬৬ পিচ ইয়াবা ও ইয়াবা

বিক্রির নগদ ৫হাজার ৫শ টাকা উদ্ধার করে। কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, কালীগঞ্জকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তারই লক্ষে আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে মহিলা মাদক ব্যবসায়ীসহ দু’জন ইয়াবা ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

ঝিনাইদহে আইনজীবীদের আদালত বর্জন

বিচারকের বিরুদ্ধে দেরীতে আদালতের কার্যক্রম শুরু, আইনজীবীদের সাথে অসদাচারণ, আইনজীবী সমিতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, প্রকাশ্য আদালতে আদেশ দিয়ে তা নথিভুক্ত না করে আসামীকে রিমান্ডে পাঠানোসহ নানা অভিযোগে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বর্জন করেছে ঝিনাইদহের আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে আইনজীবী সমিতির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ

তথ্য জানানো হয়। ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের এই কর্মসূচী চলবে। সেই সাথে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বৈজয়ন্ত বিশ্বাসের অপসারণ দাবী করেছেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি খান আখতারুজ্জামন ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মান জনক আচরণ করেন না। মামলার আদেশ না নিয়ে পরে দিব বলে তার বিপক্ষে রায় দেন। আইনজীবীদের সাথে যথাযথ আচরণ করেন না ওই দুই বিচারক। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে আদালতের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয় না। এতে আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা ভোগান্তির শিকার হয়।

আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলনের সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, ২ বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও আপাতত আমরা অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট’র আদালত বর্জন করেছি। তার অপসারণ দাবী করছি। গত ১০ ডিসেম্বর এ সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও সোমবার থেকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

হাজী আরশাদ আলী কলেজে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জুতা পায়ে শহীদদের অবমাননা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষসহ ৮ জন শিক্ষক শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জুতা পায়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে তারা এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।

সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে নানা সমালোচনার ঝড় উঠে । কেন জাতির বিবেকেরা এই ভুলটি করলেন সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন ছুড়ে সুশিল সমাজের ব্যক্তিরা। অনেকেই বলেছেন জাতির বুদ্ধিজীবী সন্তানদের শ্রদ্ধা নয় বরং উল্টো সম্মানহানী

ঘটেছে।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ একে এম মোত্তালেব হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আজ সকালে আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসি। দীর্ঘদিন কলেজ বন্ধ থাকায় শহীদ মিনারে ধুলা-বালি জমেছে। আমি শিক্ষকদের জুতা খুলার কথা বললেও আমার কথা তারা এড়িয়ে যেয়ে বলেন, পায়ে ধুলাবালি ও ময়লা লাগবে তাই সবাই জুতা পায়ে আমরা শ্রদ্ধা জানায়।

ঝিনাইদহে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে মুজিব চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অপর্ণ করেন দলটির নেতাকর্মীরা।

পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, প্রচার সম্পাদক মঞ্জুর পারভেজ তুষারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা, দেশে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আস্ফালন রুখে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

ঝিনাইদহের আঃ রউফ ডিগ্রী কলেজে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহের আঃ রউফ ডিগ্রী কলেজে নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

কলেজ প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহীদ মিনারের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য অপর্ণ ও এক মিনিটি নিরবতা পালন করা হয়।

প্রভাষক শাহানুর আলমের সঞ্চালনায় এবং সহকারী অধ্যাপক আব্দুল হাই এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক জিনাত জেসমিন, ইসরাইল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, প্রভাষক জাহাঙ্গীর আনাম প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে কুইজ প্রতিযোগীতা করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ’র যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে পৃথক-পৃথক কর্মসূচীর মাধ্যমে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, উপজেলা নির্বাহী

অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা, সহকারি কমিশনার (ভূমি) রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রহিম মোল্লা, চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজুসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ।

অপর দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দ্দার, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র শাহিনুর রহমান রিন্টুসহ, ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম প্রমুখ। এছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষকলীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোষর রাজাকার আল-বদর আল-সামস্রা এদেশকে মেধা শুন্য করার জন্য যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে আসছিল। সর্বশেষ ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে শিক্ষক, গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার-সুরকারসহ সকলশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে ঢাকার মিরপুর রায়ের বাজারে হত্যা করে।

সেই কারণে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বক্তারা বুদ্ধিজীবী দিবসের আরও বিস্তারিত প্রকাশের দাবি জানান।

আলোচনা শেষে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালিত হয়।

শৈলকুপায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

পালিত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে শৈলকুপায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা’র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিলুফা ইয়াসমিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারি কমিশনার(ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবী কালু, শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

সভায় মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ডা: ফাহিমের উত্থান ও সার্জন বনে যাওয়ার নেপথ্যে

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ক্লিনিকে প্রসূতি মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বেরিয়ে আসছে ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের উত্থান ও সার্জন বনে যাওয়ার নেপথ্যের কথা। বেরিয়ে আসছে তার নানা অনিয়মের চিত্র।

গেল ৪ নভেম্বর কোটচাঁদপুর নার্সিং হোমে ডাঃ ফাহিম উদ্দীন অঞ্জনা (২২) নামের এক প্রসূতিকে সিজারিয়ান অপারেশরন করেন। ছাড়পত্র নিয়ে ওই গৃহবধূ বাড়িতে যাওয়ার দুই দিন পর তিনি আবারও অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়। এগারো দিনের ব্যবধানে পৌর শহরের বড়বামনদাহ গ্রামের মিতা নামে আরো এক প্রসূতির মৃত্যু হয়।

যা, গেল ২৪ নভেম্বর জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি অন-লাইনে প্রকাশিত হয়। এরপর থেকেই বেরিয়ে আসছে ডাঃ ফাহিমের নানা

অনিয়মের চিত্র।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ডাঃ ফাহিম উদ্দীন ২০০০ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। এরপর তিনি দেশের বেশ কয়েকটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। পরবর্তিতে ২০০৫ সালের দিকে কোটচাঁদপুর কর্ণফুলী ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চাকুরী নেন। পরিচিতি পায় আল্ট্রাসনোগ্রাম ডাক্তার হিসেবে। শক্ত করতে থাকে নিজের অবস্থান। চালতে থাকেন তার কুট-কৌশল।

কর্ণফুলী থেকে বের হয়ে এক সহকারীকে সাথে নিয়ে নিজেই বনে যান ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক। প্রসার ঘটে ডায়াগনস্টিক ব্যবসার। এতেও সন্তুষ্ট নয় ডাঃ ফাহিম। অধিক লাভের আশায় ওই প্রতিষ্ঠান ছাড়তে তাল-বাহানা শুরু করেন। অবশেষে ২০১৮ সালের দিকে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানকে মাঝপথে রেখে নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে ছিটকে পড়েন।

এরপর শুরু হয় কোটচাঁদপুর শহরের বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তার পদচারণা। এ সব প্রতিষ্ঠানে তিনি আল্ট্রাসনো গ্রাম ও সিজারিয়ান অপারেশনসহ বিভিন্ন ধরণের অপারেশন করতে থাকেন।

এদিকে কোটচাঁদপুরে ক্লিনিক গুলোয় সার্জনের চাহিদা থাকায় অল্প দিনেই বনে যান সার্জন। সম্প্রতি ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের সিজারিয়ান অপারেশন করা প্রসূতি রোগীর মৃত্যু হয়। এ ছাড়া একই অপারেশন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আরো তিনটি পরিবার। সূত্র জানায়, প্রকাশ না হওয়া আরো অনেক ভুক্তভোগী আছে যারা ডাক্তার ফাহিমের শিকার হয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে তার এইসব অপারেশন করার বৈধতা নিয়ে। জনমনে প্রশ্ন একজন মেডিসিন আলট্রাসনোগ্রাম করা ডাক্তার এনেসথেসিওলজিষ্ট (অজ্ঞান ডাক্তার) ছাড়া কিভাবে অপারেশন করে! আর এ ভাবে কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে বীরদর্পে কোটচাঁদপুর-মহেশপুর উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিকে করে যাচ্ছেন অপারেশন।

অনিয়মের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করে রোগী ও তার স্বজনদের সঙ্গে অসদাচরণ করা তার নিত্ত-নৈমত্তিক ঘটনা। এই ঘটনায় সিভিল সার্জন অফিস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও তদন্তের আগেই তদন্ত কর্মকর্তার পরিবর্তন হয়। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।

কোটচাঁদপুরে ৪র্থ “ডিজিটাল বাংলাদেশ” দিবস পালিত

“যদিও মানছি দুরুত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪র্থ “ডিজিটাল বাংলাদেশ” দিবস ২০২০ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ রিয়াজ হোসেন ফারুক, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রতন মিয়া, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রোগ্রামার মোঃ জিয়াউল ইসলাম ও তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা। কোটচাঁদপুর মডেল সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহঃ আইসিটি শিক্ষক সাজেদুর রহমান।

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে সেমিনারে অংশ নেয় কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাইমা আজগর সামিয়া, শেখ মোজাফফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুজানা সানজু খাঁন, শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ জাহিদুল ইসলাম। আলোচনা সভা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।